কলেরা মৌসুমে ভালবাসা

বদর উদ্দিন মোঃ সাবেরী

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর ।
ভালোবাসিবারে দে আমায় অবসর
---শেষের কবিতা

এখনকার যুগে দুটো ধারার বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছে । এক নম্বর হোল, বুদ্ধির দৌড়াত্ব বা টেকনোলজির শাসন । অর্থাৎ যে কোন প্রকার ফর্মালিজম বা ধোপদুরস্ত্ব তত্ব আমাদের গ্রাস করতে চাইলে আমাদের সড়ে দাড়াতে হবে । বুদ্ধি যখন নিজেকে সকল বৃত্তির সর্দার বা শাহেনশাহ গণ্য করে তখন এই গলতি ঘটে, সবকিছুই সে গ্রাস করতে চায় (ফরহাদ মজহার)। যে কোন উপায়ে টেকনোলজির শাসন থেকে নিজেদের প্রান ইজ্জত সক কিছু বাচাতে হলে আমাদের নিজস্ব স্বকীয়তা দর্শন চিন্ত্মা চেতনার উম্মেষ ও বিকাশ ঘটাতে হবে সন্দেহ নাই । তার মানে প্রথম সংগ্রাম হচ্ছে সকল প্রকার ফর্মাল ও ধোপদুরস্ত্ব তত্ব থেকে নিজেদের সড়িয়ে রাখা, আর দুই নম্বর

সংগ্রাম হচ্ছে মিস্টিসিজম, আধ্যাত্মিকতা, বুদ্ধির বিরুদ্ধে অস্পস্ট, এইসব কাপুরুষ প্রতিবিক্রয়ার হামলা রোখা । এবং একমাত্র এ'ভাবেই সম্ভব নিজেদের স্বকীয়তা, জাতীয়তা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার মাধ্যমে নিজেদের খুজে পাওয়া, এ'পাওয়া বারে বার এবং অসীম । এত কথা বলার অর্থ হলো নিজেদের জান মাল ইজ্জত, ইনসাফ ও ন্যায় দন্ড প্রতিষ্ঠার জন্য বিক্রী হওয়ার, বা করার দরকার নেই । ক্ষনিক লাভের মোহে ভালবাসার দোসর জুটতে পারে অনেকেই, বিলিয়ন ডলার বাণিজ্যের মোহে, স্বল্পমেয়াদি মুনাফা এলেও এর অদূরবর্তী ফলাফল, রাজা বাদশাহ্যুবরাজদের ক্ষতিয়ে দেখার মিনতি জানাই । বড়পুকুরিয়ার কয়লা খনির সঠিক পদ্ধতিতে উত্তোলন চুক্তিতে এর স্বচ্ছতা, সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে অর্থনীতিতে সন্দেহ নাই । তড়িঘড়ি চুক্তি সম্পাদন, উম্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন, সংলগ্ন এলাকার ৩০,০০০ হাজারের ও বেশী অধিবাসীদের জীবন ও জীবীকায় কি প্রভাব ফেলবে তা ও খতিয়ে দেখার অবশ্যই দরকার । ৩০ বৎসর ব্যাপী উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন, এর হেতু, বিশেষ করে জীব বৈচিত্রের ও পরিবেশ গত ভারসাম্য খতিয়ে দেখার কেন প্রয়োজন বোধ হয়না এবং কার সার্থে এহেন অনৈতিক চুক্তি জনগন শুধু জানতে নয়,বোধ করি কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার ও তাদের রয়েছে ।

দেশজ সব সম্পদ কোথায় যাবে কার কাছে যাবে , এর জন্য দার্শনিক হওয়া বা তত্ব মূলক আলোচনা অহেতুক, দরকার শুধু সদিচ্ছা । জনগনকে ভুখানাঙ্গা রেখে, নিজেদের উৎপাদিত পণ্য ফের আবার বেশী দাম বা আন্ত্মজার্তিক দামে ক্রয় হাস্যকর নয়, একেবারে মগের মূল্লুক। জনগন এ থেকে পরিত্রান এবং নিস্কৃতি চায়, এবং চায় শুধু স্বচ্ছতা । আসলে পরামর্শ বা উপদেশ দেওয়ার জন্য আলোচনার চেষ্টা নয়, কিছু যুক্তি এবং চিন্ত্মার স্বচ্ছতা অবতারনা করার জন্যই এ আলোচনা । আমরা এ থেকে কিছু সিদ্ধান্ত্মে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করব ক্রসফায়ার বা গায়ের জোড়ে নয়, যুক্তি এবং বুদ্ধির অবতারনা করে ।

কথা হচ্ছিল বুদ্ধি বৃত্তি এবং দাস মনেবৃত্তি নিয়ে, চিন্ত্মা এবং সিদ্ধান্ত্মে উপনীত হওয়ার দৈন্যতাই দাসত্বের বড় লক্ষন, এতে কোনও সন্দেহ নাই । এবং সেই সাথে যদি অজ্ঞতা এবং

অনীহা যোগ করি পাই মূর্খতা। কোনও কিছু না জানতে চাওয়াই যদি মূর্খতার নামান্তর হয়, তবে বলতে হয়, স্টিফেন হকিং তুল্য, আলোড়ন সৃষ্টিকারী, স্বনাম ধন্য তত্ত্বীয় পদার্থবিদ মিশিও কাকু প্রায় এক যুগ আগে তার রচিত "হাইপার স্পেস" নামক গ্রন্থে বাংলাদেশের নামটি নিতান্ত বাধ্য হয়ে এনেছেন, কেন এনেছেন সেটি তার বই থেকেই শোনা যাক, "১৯৫৮ সাল থেকে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫%, কয়লা এবং তেল জ্বালানী থেকে (৪৫% কার্বন ডাইঅক্সাইড এর জন্য সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকা দায়ী) । যা বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য যথেষ্ট, তথ্য ও উপাত্ত যাচাই করে আমরা দেখতে পাই, ১৮৮০ সাল পর্যন্ত পৃথীবীর মোট গড়তাপমাত্রা, ১ ডিগ্রী ফারেনহাইট বৃদ্ধি পেলেও এখন প্রতি এক দশকে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ০.৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট হারে বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে । এ'হারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ২০৫০, সালের মধ্যে, উপকূলীয় অন্চল সমূহে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা ১ ফুট থেকে ৪ ফুট পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে উপকূলীয় অন্চলের দেশ সমুহ যেমন, বাংলাদেশ এবং বন্যা উপদ্রুত লস এনজেলস, ম্যানহাটনের মত এলাকা সমুহ সমুদ্র তলে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে" (মিশিও কাকু: "হাইপারস্পেস", ১৯৯৫, পেপার ব্যাক সংস্করন, পৃষ্ঠা, ২৯০-১) । কথা হচ্ছিল অজ্ঞতা এবং মূর্খতা নিয়ে, মিশিও কাকুর বই , মাও সেতুং এর লাল বই এর মত সবার পড়তে হবে এমন কথা নেই, সার বাক্য, নীতিবাগীশ এবং, নীতিনীর্ধারকরা কেন, এ'সব তথ্য এবং উপাত্তের খোজ রাখেন না, তা গবেষনার দাবী রাখে । এটাই বোধহয় অজ্ঞতা, এবং এ অজ্ঞতাকে মূর্খতাকে রূপান্তর আমরা তখনই করি কোনও কিছু জানতে না চাওয়া । না হলে কিভাবে উম্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের বর্বর চুক্তি আমরা সম্পাদনে সিদ্ধহস্ত হই এহেন কর্মকান্ড আমাদের মূর্খতাকেই সামনে আনে, আলোকে নয় ।

গোটা বক্তব্য ঘিরে আমি যুক্তি নয়, চিন্তার স্বচ্ছতা এবং এর দায়বদ্ধতা সমন্ধে কতটুকু ধারনা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা সমন্ধে আমাদের অস্ত্র কি হবে সেই কৌশল নির্ধারন করাই মূলত মদীয় লক্ষ্য ছিল । বিশ্বের তাবৎ সাম্রাজ্যবাদী কৌশল, বিশ্বায়নের তথাকথিত বাণিজ্যিক বেশ্যায়ন,পূজির অবাধ প্রবেশ ও প্রবাহ, সস্তা ও মধ্যযুগীয় টেকনোলজির মাধ্যমে কনসাল্টেন্সী ব্যবসা, এবং প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিবৃত্তি এবং যে কোন গোড়ামী মৌলবাদীতা থেকে নিজেদের, স্বকীয় চিন্তা, দর্শন এবং প্রজ্ঞার প্রসার ঘটানোই, বক্তব্যের সূচনা ও সার । এ'নিয়ে এবং এর কৌশল নির্ধারন নিয়ে চমৎকার বিতর্ক শুরু হতে পারে সন্দেহ নাই । তবেই বেরিয়ে আসবে এবং চিহ্নিত করা যাবে

ভবিষ্যৎ কৌশল এবং এর সমাধান । অতীত হয় ইতিহাস, শিক্ষক ইতিহাসের তৈরী, জ্ঞান বা প্রজ্ঞার উদ্ভব সমাজের মধ্য থেকে, ইতিহাসের মধ্যে । তাই আগামী দিনের ইতিহাস রচনার

কারিগর আমরাও হই, সামিল হই, বাধা কোথায়, বাধা নেই, শুধু দরকার কিছু আলোকিত কারিগর, যাদের একমাত্র হাতিয়ার হবে, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং এর চর্চ্চা ।

।।তিন।।

নয় উপসংহার, নয় কৈফিয়ত, ছয় নয়, নয় ছয়, এবং হিজিবিজি, হিজিবিজি

"আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে কর না, যেদিন তাজমহল তৈরী শেষ হল সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্য শাজাহান খুশী হয়েছিলেন । তার স্বপ্নকে অমর করবার জন্য এই মৃত্যু দরকার ছিল । এই মৃত্যুই মমতাজের সবচেয়ে বড় প্রেমের দান ।"

--------শেষের কবিতা

পুরো বক্তব্যটি বিশিষ্ট তাত্তিক, প্রাবন্ধিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, কবি, গবেষক, ফরহাদ মজহারের অমর সৃষ্টি একটি প্রবন্ধ 'তিমির লজিকবিদ্যা' থেকে ধার নেওয়া, মৌলিক বলতে , সমসাসয়িক ঘটনাবলীর প্রাসঙ্গিক উল্লেখ । বক্তব্য শেষ করতে চাই ফরহাদ মজহারের একটি সাক্ষাৎকারের বয়ান দিয়েই, লালন সঙ্গিনী, বিশাখাকে ব্রাম্মন পন্ডিত কর্তৃক কিছু প্রশ্ন করা হলে, বিশাখা তার সঙ্গি লালন কে দেখিয়ে জবাব দেন, ইনি পুরুষ, একে আপনি প্রশ্ন করেছেন, ইনি কি অক্ষর অবস্থায় উপনীত হয়েছেন? না । নারী ছাড়া যুগল রূপ ছাড়া পুরুষ সর্বকালে নিরক্ষর । অক্ষরাবস্থা পুরুষ অর্জন করতে অক্ষম । কারণ ক্ষরণ ও অপচয় হচ্ছে পুরুষের ধর্ম । এই জন্য ইনি উত্তর দিয়েছেন, আমি নিরক্ষর । মানে, আমি স্বভাবে অক্ষর নই । অথবা আমি পুরুষ । আমি ক্ষয়ে যাই, ক্ষয় হয়ে যায় আমার । কিন্তু আমাকে দেখুন, আমি প্রকৃতি, যখন একে ধারন করি, যখন একে লালন করি, তখন এই 'নিরক্ষর' পুরুষের ভুমিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন । পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলিত রুপের সাধনাই হচ্ছে অক্ষরাবস্থা অর্জনের প্রথম পাঠ । এখানে প্রকৃতি কর্তা , প্রকৃতিই স্রষ্টা । পুরুষ বীজমাত্র । যদি আমাদের দুজনকে প্রশ্ন করতেন তাহলে আমি উত্তর দিয়ে বলতাম আমরা দুজনে অক্ষর অবস্থা অর্জনের চেষ্টা করছি ।

বিশাখার উত্তর ভয়াবহ দার্শনিক সন্দেহ নাই, প্রকৃতিতে আমরা লয় বা বিলীন হব হয়তোবা, কিন্তু প্রকৃতিকে জয় করার বাসনা ইচ্ছা আমাদের থাকবেনা, তা ভাবা দাস মনোবৃত্তি এবং পরাজয়ের সামিল । আমরা পরাজিত হতে চাই না, আমাদের ইতিহাস বিজয়ের ইতিহাস । আমাদের হারাবর কিছু নেই , আমাদের আছে সারা দুনিয়া জয় করবার জন্য, জয় আমাদের হবেই ।

লেখক পরিচিতি দেখতে এখানে টোকা মারুন